ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-৩৯৮৪

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল

ধারাবাহিকভাবে দাঁতের উন্নতমানের চিকিৎসা প্রদান

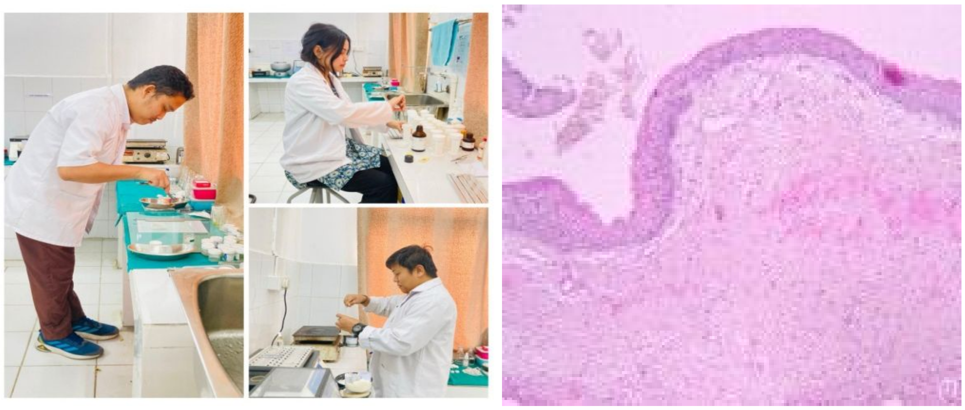

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল দাঁতের নানা জটিল সমস্যার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে। উক্ত হাসপাতালে শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্ক রোগীদের বিভিন্ন ধরনের মুখের সমস্যা এবং সাধারণ দাঁতের সমস্যা থেকে ক্যান্সারের মতো গুরুতর রোগ পর্যন্ত নির্ণয় করা হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের ওরাল প্যাথলজি এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ এই ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

ওরাল প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ স্নাতক শিক্ষার্থীদের আধুনিক দাঁতের চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে, নতুন থেরাপি আবিষ্কারে সাহায্য করছে এবং জনস্বাস্থ্যে উন্নতি আনতে সহায়তা করছে। এখানে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা পদ্ধতি এবং নতুন পদ্ধতির সংমিশ্রণ দ্বারা শিক্ষাদান করা হয়। এই বিভাগে রোগী শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্কদের বিভিন্ন মুখের সমস্যার নির্ণয় করা হয়, যা সাধারণ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। এখানে প্লেটলেট-রিচ ফাইব্রিন ও প্লেটলেট-রিচ প্লাজমা, মাইক্রোবায়োলজি কালচার, টিস্যু পরীক্ষা, বায়োপসি সাইটোলজি, হেমাটোক্সিলিন এবং ইওসিন স্টেইনিং, এবং পিএপি স্টেইনিং সহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিভাগ মোট ১৩৮টি হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এবং ৬৬টি সাইটোলজিক্যাল রিপোর্ট প্রদান করেছে। রোগীদের সুবিধার জন্য ৫-৭ দিনের মধ্যে সঠিক রিপোর্ট দেওয়া হয় যাতে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়। ওরাল প্যাথলজি বিভাগে ডেন্টিজেরাস সিস্ট, ওডোন্টোজেনিক কেরাটোসিস্ট, অ্যামেলোব্লাস্টোমা, রিঅ্যাকটিভ লেশন, কেমিক্যাল পোড়া, ফাইবারাস ডিসপ্লাসিয়া, নিউরাল টিউমার, এবং লালাগ্রন্থি প্যাথলজির মতো বিভিন্ন রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করেছে। এই রোগ নির্ণয়ের ফলে রোগীদের চিকিৎসা সহজ এবং কার্যকরভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও, ওরাল প্যাথলজি এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগটি গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দক্ষতা বাড়াতে কাজ করছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় বায়োটেক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে,যা শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তি এবং জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

*****